তারিখ 16 AUG
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিশ্ববিদ্যালয়সহ চট্টগ্রামের সবগুলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট হয়েছে

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ চট্টগ্রাম শহরের বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গতকাল ছাত্র ধর্মঘট হয়েছে। বুধবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত বন্দকযুদ্ধের প্রতিবাদে এ ধর্মঘট আহবান করা হয়েছিলো। বিশ্ববিদ্যালয়সহ শহরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামী ছাত্র শিবির এবং সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য সমর্থিত সাধারণ ছাত্র পরিষদ সারা দিনের এ ধর্মঘট আহবান করে। খবর ইউএনবি'র নিজস্ব সংবাদদাতার।

আবাসিক ছাত্ররা জানিয়েছে, বুধবার মধ্যরাতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রায় দুশোর মতো গুলির শব্দ শোনা গেছে। কারো আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি।

ধর্মঘটের জন্যে কোনো ক্লাস হয়নি এবং প্রশাসনিক ভবনে কোনো কাজকর্ম চলেনি। ক্যাম্পাসের অবস্থা এখনো থমথমে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আবদুর রশিদ বলেছেন, নতুন সংঘর্ষ প্রতিহত করতে প্রশাসনের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছে।

এদিকে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ক্যাম্পাসে বুধবারের সংঘর্ষের জন্যে পরস্পরকে দায়ী করেছে। চাকসু সহ-সভাপতি নাজিম উদ্দিন এবং সাধারণ সম্পাদক আজিম উদ্দিন এক বিবৃতিতে ক্যাম্পাসে শিবিরের সন্ত্রাসের নিন্দা করেন। তারা বলেন, এতে হাজার হাজার ছাত্রের শিক্ষা জীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

এছাড়াও গণতান্ত্রিক শিক্ষক সমাজ এক বিবৃতিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট তাড়াতাড়ি বাস্তবায়ন দাবি করেছে।

জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এখন কার্যত শিবিরের সশস্ত্র কর্মীদের দখলে। তারা শাহ্ আমানত হলকে কমান্ড পোস্ট হিসেবে ব্যবহার করে সারা ক্যাম্পাসে পাহারার ব্যবস্থা করেছে। তারা ভিন্নমতাবলম্বি প্রায় তিনশো ছাত্রকে হলে আটকে রেখেছে বলে জানা গেছে। একটি সূত্র জানিয়েছে, সকল হলের মূল ফটকের চাবি শিবির কর্মীরা নিয়ে নিয়েছে।

গতকাল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল সভাপতি ইফতেখার আহাম্মদ পুলিশের সহায়তায় হল থেকে প্রায় ৫০জন ছাত্রকে ছাড়িয়ে এনেছেন। মুক্তি পাওয়া ছাত্রদের সূত্রে জানা গেছে, আরো প্রায় আড়াইশো ছাত্র শিবিরের হাতে জিম্মি রয়েছে। এমনকি ক্যাম্পাসে অবস্থানরত শিক্ষকরা বাজার করতে পারছেনা বলে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট সবাই আবার সংঘর্ষের আশংকা করছেন।